‘স্বাধীন ফিল্ম মেকিংয়ে সেন্সর বোর্ড বড় অন্তরায়’

‘মহানগর বানানোর সময় ভেবেচিন্তে বানাতে হয়েছে। স্বাধীনতা ছিল না বলে অনেক ইস্যু দেখাতে পারিনি। জনগণ চায় মহানগরের একটার পর একটা সিরিজ আসতে থাকুক। তাদের এই চাওয়াটাকে আমি রেসপেক্ট করি। ১৯ বছর আগে চট্টগ্রাম থেকে যখন ফিল্ম মেকিং করতে ঢাকা আসি, তখন ভাবিনি যে আমার একটি সিরিজ বা চরিত্র কিংবা সিনেমার জন্য মানুষ এত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। এটা আমার জন্য যেমন আশীর্বাদ, তেমন চাপের। আমি সারাজীবন মানুষের আশীর্বাদের চাপে থাকতে চাই।’

সদ্য বিদায়ী সরকারের সময় নির্মাণ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কথাগুলো বলেন নির্মাতা আশফাক নিপুন। এদিকে কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসানকে নিয়ে একটি সিরিজ নির্মাণ করছেন। কিন্তু চলমান পরিস্থিতির কারণে পেছাতে হয়েছে শুটিং। এছাড়া বাধাহীনভাবে মহানগরের নতুন সিজন শুরু করা নিয়েও পরিকল্পনা করছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে নিপুন বলেন, ‘হইচইয়ের জন্য জিম্মি নির্মাণের কাজ করছি। জয়া আহসানের প্রথম ওয়েব সিরিজ হবে এটি কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে শুটিং পিছিয়েছে। না হলে এ মাসেই শুরু হতো। এছাড়া সিরিজ, সিনেমা একটার পর একটা করার জন্য লাইনআপে আছে। এগুলোর পাশাপাশি প্রতিকূল সময়ে মহানগর বানিয়েছিলাম। মানুষের প্রত্যাশা, অনুকূল সময়ে যেন আরো সাহস করে মহানগরের নতুন সিজন বানাতে পারি, সেই বিষয়েও কাজ করে যাচ্ছি।’

অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই বিষয়টি নিয়ে সরব ছিলেন তিনি। এমনকি সরকার পতনের পর দেশে বর্তমান অবস্থা নিয়েও কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্র নির্মাতারা নতুন বাংলাদেশে নতুন করে সব শুরু করতে পারবেন। পাশাপাশি বিগত সরকারের সময় সেন্সর বোর্ডে আটকে থাকা সিনেমাগুলোও আলোর মুখ দেখবে বলে মনে করছেন তিনি।

আশফাক নিপুন বলেন, ‘শনিবার বিকেল, কাঠগোলাপ, নমুনা, অমীমাংসিত, বাইসাইকেল, মর থেংগারি, মেকআপ সিনেমাগুলো সেন্সরে আটকে আছে। আমরা সবাই জানি, আমাদের প্রাক ঐতিহাসিক সেন্সর বোর্ড আছে। যারা

চাইলেই যেকোনো সিনেমা আটকে দিতে পারে। অনেক সিনেমা কাটছাঁট করে ছাড়া হয়। স্বাধীন ফিল্ম মেকিংয়ে এই সেন্সর বোর্ড সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এমনটা না থাকলে আরো কয়েকডজন সিনেমা নির্মিত হতো। নতুন স্বাধীনতা অর্জনে আমি আশা করব, সেন্সর বোর্ড প্রথা উঠে সেন্সর সার্টিফিকেশন চালু হবে। যেখানে গ্রেডিং দিয়ে বলা থাকবে কোন সিনেমা কোন বয়সের দর্শকের উপযোগী।

সূত্র: ই্ত্তেফাক

ক্ষত ভুলে শুটিংয়ে

ক’দিন আগেই প্রবল বৃষ্টির কারণে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছিল বহুল আলোচিত এবং তারকাবহুল সিনেমা ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’। ভিলে পার্লের গোল্ডেন টোব্যাকো স্টুডিওতে তৈরি একটি বিশাল সেট নষ্ট হয়ে যায়।

ফলে অক্ষয় কুমার, দিশা পাটানি, সুনীল শেঠি, রাভিনা ট্যান্ডন, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের কমেডি এই সিনেমার কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে তখন নানা মাধ্যমে কষ্টের কথা জানিয়েছিলেন তারা। তবে অবশেষে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সিনেমাটির টিম। গতকাল থেকে আবারও শুরু হয়েছে শুটিং।

জানা গেছে, বৃষ্টি কমে যাওয়ার সাথে সাথে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করতে সময় নষ্ট করেনি সংশ্লিষ্টরা। এমনকি আগের চেয়েও বড় পরিসরে সেট নির্মাণ করা হয়েছে। সিনেমাটির নির্মাতা আহমেদ খান বলেন, ‘বৃষ্টি শুরুতেই লসের মুখে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে আমার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। আগের চেয়ে বড় সেট নির্মাণ করেছি। পাশাপাশি আমরা শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে আজ (গতকাল) থেকে আবারও শুটিং শুরু করেছি। আশারা করছি ক্ষত ভুলে ভালো কিছুই উপহার দিতে পারবো।’

সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করছেন সঞ্জয় দত্ত, আরশাদ ওয়ার্সি, পরেশ রাওয়ালসহ অনেকে। জানা গেছে, সিনেমাটি আগামী ২০ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া হবে।

সূত্র : ইত্তেফাক

পুলিশকে হাসি ও ফুল-চকলেট দিয়ে বরণ করার আহ্বান ফারুকীর

পুলিশ সদস্যরা যেন নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগ দিয়ে সুন্দর পরিবেশে আবারও কাজে ফিরতে পারেন, সেজন্য সাধারণ মানুষের প্রতি কিছু আহ্বান জানিয়েছেন দেশের জনপ্রিয় নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এই নির্মাতা লিখেছেন, আশা করি আজ-কালকের মধ্যে পুলিশ ভাই-বোনেরা কাজে যোগ দিবে। নতুন দিনের নতুন পুলিশ হবে তারা এই আশা আমাদের।

এরপর সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য ফারুকী লেখেন, আমরা কি একটা কাজ করতে পারি? রাস্তায় কর্মরত পুলিশ দেখলে তাদের সাথে একটু হাসি বিনিময় করতে পারি? পারলে একটু মোলাকাত? একটা ফুল? অথবা চকলেট?

কিছু অসৎ পুলিশ কর্মকর্তার জন্য গোটা পুলিশ ইউনিট দোষী হয়েছে। তাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। এমনটা উল্লেখ করে ফারুকী লেখেন, ‘গতকাল আমি সাধারন কিছু পুলিশের ইন্টারভিউ দেখছিলাম।

তারা নিজেরাই ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতালিপ্সার কাছে অসহায় ছিলো, কিছু খারাপ অফিসার কিভাবে তাদের ব্যবহার করেছে, তাদের পরিবার পরিজন কতটা অনিরাপদ এবং বিব্রত - এইসব বলতে বলতে কেঁদে দিচ্ছিলো কয়েকজন পুলিশ সদস্য!

এই নির্মাতা আরও উল্লেখ করেন, তারা শুধু একটা দাবিই জানাচ্ছিলো - আর কখনো দলীয় পুলিশ হতে চায় না। তারা মর্যাদার সাথে রাষ্ট্রের কর্মচারী হতে চায়!

সবশেষ পুলিশ বাহিনীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে এই নির্মাতা

লেখেন, ‘ক্যান উই গিভ দেম সাম কমফোর্ট? জাস্ট সো দে ফিল দে আর ওয়ান অফ আস?’

সরকার পতনের পর সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেল থেকে দেশের অনেক থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে থাকে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় থানা-পুলিশের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি। অনেক জায়গায় অস্ত্রসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ও নথি লুট হয়। এরপর রাজধানীসহ সারাদেশে পুলিশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে।

সূত্র: ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সমর্থনে ফেসবুক লাল করলেন তাপস

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ফেসবুক লাল করে ফেললেন গান বাংলার কর্ণধার কৌশিক হোসেন তাপস। ফেসবুকে ‘লাল রঙ’ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে একটি বার্তাও দিয়েছেন কৌশিক হোসেন তাপস।

তিনি লিখেছেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি ব্যথিত, মর্মাহত। একজন সচেতন নাগরিক, সংস্কৃতিকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী ও সর্বোপর একজন মানুষ হিসেবে আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। যা ঘটেছে তা অন্যায়।

হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বন্ধ হোক সকল হত্যাকাণ্ড, সহিংসতা। ধ্বংসযজ্ঞ চাই না, সুবিচার চাই। কে নিশ্চিত করবেন? মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী কী জবাব দেবেন? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি সবসময় মানবতার পাশে ছিলেন, এই দুর্দিনে আপনি জানাবেন কি এর সমাধান কোথায়?

এর আগে নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী তার ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করে লাল রঙের মাঝে মানচিত্রের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। যেই একই ছবি প্রকাশ করতে দেখা গেছে স্বনামধন্য গীতিকার

প্রিন্স মাহমুদকেও।

সূত্র : ইত্তেফাক

আর একটা গুলিও যেন ছাত্রদের ওপর না চলে : হামিন আহমেদ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের পক্ষে এবার মাঠে নেমেছে সংগীতশিল্পীরা। শনিবার (৩ আগস্ট) বিকেল ৩টার পর সংগীতশিল্পী ও সংগীত অনুরাগীরা রবীন্দ্র সরোবরে জড়ো হতে থাকেন। এরপর তারা র্যালি করে শহীদ মিনারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এসময় কথা বলেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হামিন আহমেদ।

হামিন আহমেদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ‘আপনারা যারা আন্দোলন করছেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে একমত। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। একটা কথা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই, আর একটা গুলিও যেন ছাত্রদের ওপর না চলে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আর একটা জীবনও যেন না যায়। যাদের ধরপাকড় করা হয়েছে তাদের যেন অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হয়। যে জীবনগুলো গেছে এর সুষ্ঠু বিচার হতে হবে। কোনো দলের কমিটি দিয়ে নয়।’

গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে হামিন বলেন, ‘আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার চাই। আমরা বাকস্বাধীনতা চাই। আমরা আশা করবো যারা জনসাধারণের মনের কথা বুঝতে পারবে আমরা তাদেরকে চাই।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তারকাদের অনেকেই। এদিকে বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) সকালে ঢাকার ফার্মগেট এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র, থিয়েটার, গণমাধ্যমসহ দৃশ্যমাধ্যমের বিভিন্ন শাখার শিল্পী ও কর্মীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে

স্লোগান দেন বিক্ষুব্ধ শিল্পীরা।

সূত্র : ইত্তেফাক

জয় বাংলা কনসার্ট বয়কট করলো ব্যান্ড দল নেমেসিস

জয়বাংলা কনসার্টে আর গান গাইবে না জনপ্রিয় ব্যান্ড দল নেমেসিস। কোটা সংস্কার আন্দোলনে ঘটে যাওয়া সহিংসতার প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ ঘোষণা দেয় দলটি।

ফেসবুক পোস্টে নেমেসিস জানিয়েছে, ‘গত দুই সপ্তাহের প্রেক্ষাপটে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা আর কখনই জয় বাংলা কনসার্টে পারফর্ম করব না।’

তারা বলেন, কথা এখানেই শেষ হতে পারে না। আমাদের আরও কথা বলার আছে। আগেও বলেছি, এখন আরও জোরে বলতে হবে। আমাদের সবার বলতে হবে।

নেমেসিস জানিয়েছে, আমাদের প্রজন্ম আমরা ৩০ বছর ধরে একটা ভয়ের সংস্কৃতিতে বড় হয়েছি। গানে গানে প্রতিবাদ করা ছাড়া মনে হত আর কিছুই করার নেই। বয়সে ছোট ছিলাম, ভাবতাম আমাদের কথা কেই বা শুনবে। কিন্তু আর কত ভয়?

ফেসবুক পোস্টে আরও বলা হয়, বর্তমান প্রজন্ম আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা যদি সাহস জোগাই, আমরা সবাই কথা বলতে পারব, ভুলকে ভুল বলার সাহস রাখতে পারব। কারন আমরা সবাই একটি ন্যায় সমাজ দেখতে চাই ও সত্যের সংস্কৃতি গড়তে চাই।

তাই কথা বলা থামানো যাবে না, অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করা থামানো যাবে না। আপনারা করছেন, আমরা করছি, আরো অনেক মানুষ করবে। সময় লাগতে পারে, কিন্তু সবাই জেগে উঠছে।

সূত্র : ইত্তেফাক

৭ম টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হলো ‘ আজব কারখানা ’

কানাডার বাণিজ্যিক রাজধানী টরন্টোতে শেষ হলো সপ্তম টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৪। উৎসবের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা শবনম ফেরদৌসীর পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র ‘ আজব কারখানা ’। এছাড়াও উদ্বোধনী দিনে আরও ৫টি দেশের ৯টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয়।

গত ২৫ জুলাই ফিল্ম ফোরাম আয়োজিত টরন্টোর লেবোভিক এভিনিউ ’র সিনেপ্লেক্স ওডেন এ আড়ম্বরের সাথে পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। এ উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম।

উদ্বোধনীতে স্বাগত বক্তব্য দেন টরন্টো ফিল্ম ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক মনিস রফিক। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিমান টরন্টোর কান্ট্রি ম্যানেজার মোঃ মেসবাহ উদ্দিন , স্ক্যারবরো সাউথওয়েস্টের পার্লামেন্ট সদস্য বিল ব্লেয়ারের প্রতিনিধি এলেক্স ব্রিমহাম এবং উৎসব পরিচালক এনায়েত করিম বাবুল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টরন্টো ফিল্ম ফোরামের কার্যনির্বাহী সদস্য শারমিন শর্মী।

এবারের উৎসবে ২৭টি দেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মোট ৬২টি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ও স্বল্প দৈর্ঘ্য কাহিনি চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৭ সাল থেকে টরন্টো ফিল্ম ফোরাম ‘টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ’ এর আয়োজন করে আসছে। এই আয়োজনের অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে , বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির স্বাধীন ও বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। টরন্টো ফিল্ম ফোরাম ২০১৪ সাল থেকে এমন সব চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একটা

প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করে আসছে।

সূত্র : ইত্তেফাক

মারা গেলেন সংগীতশিল্পী হাসান আবিদুর রেজা জুয়েল

মারা গেলেন সংগীতশিল্পী হাসান আবিদুর রেজা জুয়েল (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

২০১১ সালে জুয়েলের লিভার ক্যানসার ধরা পড়ে। এরপর ফুসফুস এবং হাড়েও সেটি ক্রমশ সংক্রমিত হয়। গত ২৩ জুলাই রাতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। সেখান থেকেই না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন এই সংগীতশিল্পী।

৯০-এর দশকে ব্যান্ড সংগীত যখন তুমুল আলোচনায়, ঠিক তখনি ব্যতিক্রমী একটি কণ্ঠ নিয়ে হাজির হন শিল্পী হাসান আবিদুর রেজা জুয়েল। আইয়ুব বাচ্চুর সুরে প্রথম অ্যালবাম ‘কুয়াশা প্রহর’ প্রকাশ হয় ১৯৯৩ সালে। প্রথম অ্যালবামেই নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি।

এরপর একে একে প্রকাশিত হয় ‘এক বিকেলে’, ‘আমার আছে অন্ধকার’, ‘একটা মানুষ’, ‘দেখা হবে না’, ‘বেশি কিছু নয়’, ‘বেদনা শুধুই বেদনা’, ‘ফিরতি পথে’, ‘দরজা খোলা বাড়ি’ এবং ‘এমন কেন হলো’।

এ ছাড়াও বেশ কিছু সিঙ্গেল ও মিশ্র অ্যালবামে গেয়েছেন জুয়েল। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে ‘এক বিকেলে’ অ্যালবামটি। এটি প্রকাশের পর তার নামই হয়ে যায় ‘এক বিকেলের জুয়েল’।

সূত্র : ইত্তেফাক

ডিবি কার্যালয়ে মারজুক রাসেল

গীতিকার ও অভিনেতা মারজুক রাসেল নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে গত কয়েকদিন থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে একের পর এক প্রচারণা চালিয়ে স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে। পেজটি থেকে সরকার নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা ও সরকার বিরোধী নানা পোস্টও দেওয়া হয়েছে এবং সেই পোস্টগুলো দ্রুত ভাইরালও হয়েছে।

সাধারণ মানুষের ধারণা মারজুক রাসেলই এমনটি করছেন। কিন্তু সোশ্যালে ভাইরাল হওয়া সেই পেজটি মারজুক রাসেলের নয়। কেউ তার নাম ও ছবি ব্যবহার করে এমটা করছেন বলে জানিয়েছেন মারজুক রাসেল।

বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানাতে রবিবার রাজধানীর ডিবি কার্যালয়ে আসেন মারজুক রাসেল।

এ সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, আমার নাম ও ছবি ব্যবহার করে বেশ কয়েকদিন ধরে উস্কানিমূলক পোস্ট দেওয়া হচ্ছে। যেটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততা নেই।

বিষয়টি নিয়ে আমি বিব্রত হচ্ছি। যারা আমাকে চেনেন, বিশেষ করে আমার লেখালেখি, আমার অভিনয়,আমার জীবন যাপনের ধরণ সম্পর্কে যারা ডিটেইলে জানেন তারা ছাড়া অধিকাংশ মানুষই কনফিউজড।

সূত্র: ইত্তেফাক

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় শাফিন আহমেদের জানাজা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় ব্যান্ডতারকা শাফিন আহমেদের প্রথম নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্জিনিয়ার দার আল নুর ইসলামিক কমিউনিটি মসজিদে শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় তার জানাজা হয়। যেখানে প্রায় দুই হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন শিল্পীর ছেলে আযরাফ রাকিন আহমেদ।

তিনি বলেন, ‘কিছুক্ষণ আগে বাবার প্রথম জানাজা হয়েছে ভার্জিনিয়ার দার আল নুর মসজিদে। প্রায় দুই হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল।

তবে শাফিন আহমেদের মরদেহ আনার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি জানিয়ে রাকিন বলেন, “বাংলাদেশে নিয়ে আসার বিষয়টি এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। অনেক ধরনের প্রসেস আছে, সে প্রসেসগুলো সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলছে।”

মাইলস ব্যান্ডের অন্যতম ভোকালিস্ট শাফিন আহমেদ জুলাইয়ের ৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে কনসার্ট করেন তিনি। ভার্জিনিয়ায় গত ২০ জুলাইয়ে আরেকটি কনসার্টে অংশ নেওয়া আগেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন হন গায়ক। হাসপাতাল থেকেই গত ২৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় দেশের কিংবদন্তি এব্যান্ড তারকার মৃত্যু হয়।

মাইলসের কি বোর্ডিস্ট মানাম আহমেদ জানিয়েছেন, শাফিন হৃদরোগে ভুগছিলেন অনেক দিন ধরেই। তার হৃদযন্ত্রে রিং পরানো ছিল। সমস্যা ছিল কিডনিতেও।

আশি ও নব্বইয়ের দশকের কিশোর-তরুণ শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নিয়ে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এ ব্যান্ড তারকা দেশে ও দেশের বাইরে কনসার্টও মাতিয়েছেন গিটার হাতে। তার ‘চাঁদ তারা সূর্য নও তুমি’, নীলা, আজ জন্মদিন তোমার, ‘ফিরিয়ে দাও’, ‘ধিকি ধিকি’ এর মত গান মুখে মুখে ফিরেছে সবার।

বাংলাদেশের সংগীত অঙ্গনের দুই মহারথী সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগম এবং সুরকার কমল দাশগুপ্তের ছেলে শাফিন নিজে ছিলেন বেইজ গিটারিস্ট, সুরকার এবং গায়ক। ১৯৬১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তার জন্ম।

ফরিদ রশিদের হাত ধরে ১৯৭৯ সালে তারা গড়ে তোলেন ব্যান্ড দল ‘মাইলস’। প্রথম কয়েক বছর তারা বিভিন্ন পাঁচতারা হোটেলে ইংরেজি গান গাইতেন। এরমধ্যেই প্রকাশিত হয় দু’টি ইংরেজি গানের অ্যালবাম ‘মাইলস’ ও ‘এ স্টেপ ফারদার’। পরে মাইলসের বাংলা গানের প্রথম অ্যালবাম ‘প্রতিশ্রুতি’ বের হয় ১৯৯১ সালে।

মাইলসের জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে - ‘চাঁদ তারা সূর্য’, ‘প্রথম প্রেমের মতো’, ‘গুঞ্জন শুনি’, ‘সে কোন দরদিয়া’, ‘ফিরিয়ে দাও’, ‘ধিকি ধিকি’, ‘পাহাড়ি মেয়ে’, ‘নীলা’, ‘কি যাদু’, ‘কতকাল খুঁজব তোমায়’, ‘হৃদয়হীনা’, ‘স্বপ্নভঙ্গ’, ‘জ্বালা জ্বালা’, ‘শেষ

ঠিকানা’, ‘পিয়াসী মন’, ‘বলব না তোমাকে’, ‘জাতীয় সঙ্গীতের দ্বিতীয় লাইন’ ও ‘প্রিয়তমা মেঘ’।

মাইলস থেকে বেরিয়ে পরে তিনি গড়ে তোলেন নিজের ব্যান্ড দল ‘ভয়েস অব মাইলস’।

সূত্র : ইত্তেফাক